গাংনীতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রতিবন্ধি বিদ্যালয় পরিদর্শনে এমপি খোকন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়ীয়াতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রতিবন্ধি বিদ্যালয়ে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে পিকনিকের আয়োজন করা হয়।
বুধবার দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরণের খেলা ধুলা মধ্যহ্ন ভোজের অয়োজন ছিল।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রতিবন্ধি বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি শেখ আনিছুজ্জামান লুইজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মাদ সাহিদুজ্জান খোকন।

এসময় সংসদ সদস্য তিনি বলেন, প্রতিবন্ধীরা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু তাদের বিশেষ অধিকার রয়েছে। বিদ্যালয়টির প্রবেশ মুখে একটি রাস্তা দরকার। রাস্তাটি যাতে খুব দ্রুত নির্মান করা যায় সে ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করিবেন বলে কথা দেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌরসভার কাউসিলর ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রতিবন্ধি বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ সদস্য মিজানুর রহমান (মদন), সদস্য ও আওয়ামীলীগ নেতা শেখ শামসছদ্দীন, সহ-সভাপতি লাইলা আজুমানা আরা শিলা, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাজমুনন্নাহার,গাংনী উপজেলা ইট ভাটা মালিক সমিতি সভাপতি মনিরুজ্জামান আতু, তেঁতুলবাড়ীয়া ইউপি সাবেক চেয়ারম্যান ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম-সাধারণ সস্পাদক নাজমুল হুদা বিশ্বাস, আওয়ামীলীগ নেতা ওবাইদুর রহমান কমলসহ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। পরে ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক শিক্ষক-শিক্ষকারা বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা অংশ গ্রহন করে।
-নিজস্ব প্রতিনিধি

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ৩২ নেতাকে অব্যাহতি

গঠনতন্ত্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় ও বিভিন্নভাবে বিতর্কিত ছাত্রলীগের ৩২ কেন্দ্রীয় নেতাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২১ জনকে বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে ও ১১ জনকে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অব্যাহতি দেয়া হয়।

মঙ্গলবার রাতে ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য দেয়া হয়। শিগগির শূন্য পদগুলো পূরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি।

আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অব্যাহতি পাওয়া ছাত্রলীগ নেতারা হলেন-সহসভাপতি : এসএম তৌফিকুল হাসান সাগর, আমিনুল ইসলাম বুলবুল, বিএম শাহরিয়ার হাসান, হাফিজুর রহমান, এসএম হাসান আতিক; স্বাস্থ্য সম্পাদক: শাহারিয়ার ফেরদৌস; উপস্বাস্থ্য সম্পাদক: রাতুল সিকদার, শাফিউল সাজিব; উপপ্রচার সম্পাদক: সিজাদ আরেফিন শাওন; উপপাঠাগার সম্পাদক: রুশী চৌধুরী; সহসম্পাদক আঞ্জুমানারা অনু।

গঠনতন্ত্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা অব্যাহতি পাওয়া নেতারা হলেন- সহসভাপতি: তানজিল ভুঁইয়া তানভির, আরেফিন সিদ্দিক সুজন, আতিকুর রহমান খান, বরকত হোসেন হাওলাদার, শাহরিয়ার কবির বিদ্যুৎ, সাদিক খান, সোহানী হাসান তিথী, মুনমুন নাহার বৈশাখী, আবু সাঈদ (সাস্ট), রুহুল আমিন, রাকিব উদ্দিন, সোহেল রানা, ইসমাইল হোসেন তপু; দফতর সম্পাদক: আহসান হাবীব; ধর্ম সম্পাদক: তাজউদ্দীন; উপদফতর সম্পাদক: মমিন শাহরিয়ার, মাহমুদ আবদুল্লাহ বিন মুন্সী; উপসাংস্কৃতিক সম্পাদক: বিএম লিপি আক্তার, আফরিন লাবণী; সহসম্পাদক: সামিয়া সরকার, রনি চৌধুরী।
সূত্র: যুগান্তর

গাংনীতে সমঝোতায় একই স্থানে পৃথক সমাবেশ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় বিজয় দিবসকে কেন্দ্র করে রবিবার সকালে বাসস্ট্যান্ড বাজারে শহীদ রেজাউল চত্বরে দু’পক্ষের মধ্যে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম এসে পরিস্থিতি শান্ত করলেও দু’পক্ষের মধ্যে চাপা উত্তেজনা বিরাজ থাকে।

শান্তি শৃংখলার মধ্যে দিয়ে বিজয় দিবসটি যাতে পালন করা যায় সে লক্ষ্যে দুপুরে জেলা প্রশাসক মোঃ আতাউল গণি ও পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমানের কার্যালয়ে আসেন।

তারা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক নিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেন।

আরো পড়ুন:গাংনীতে বিজয় দিবস পালনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের দু’পক্ষের উত্তেজনা
আলোচনায় দু’পক্ষের সম্মতিতে একই স্থানে পৃথক সময়ে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা করতে একমত পোষন করেন।

ফলে ১৬ ডিসেম্বর সোমবার সকাল ৮টা থেকে ৯টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত উপজেলা আওয়ামী লীগের আলোচনা সভা করার পর পৌর আওয়ামী লীগের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।
এ সময় সাবেক এমপি মোঃ মকবুল হোসেন, গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান, সাবেক মেয়র আহম্মেদ আলি সহ আওয়ামী লীগের নেতারা উপস্থিৎ ছিলেন।

- গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীতে বিজয় দিবস পালনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের দু’পক্ষের উত্তেজনা

বিজয় দিবস পালনকে কেন্দ্র করে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগ ও পৌর আওয়ামী লীগের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

রবিবার সকাল ৮টার দিকে পৌর আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা গাংনী বাজারে শহীদ রেজাউল চত্বরে পতাকা টাঙ্গানোর জন্য প্লাস্টিকের পাইপ পুততে গেলে উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা এসে পাশেই তারাও পাইপ পুতার প্রস্তুতি নেয়। এ ঘটনায় দু’পক্ষের মধ্যে বাকবিতন্ডার সৃষ্টি হয় বাক বিতন্ডার এক পর্যায়ে সকাল ১১ টার দিকে দু’পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি হয়।
পরিস্থিতি অশান্ত হওয়ার আগেই পুলিশ এসে পরিবেশ শান্ত করেন।

পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম বাবু সাংবাদিকদের জানান, প্রতিবছরই এখানে আওয়ামী লীগের ব্যানারে বিজয় দিবস ও অন্যান্য দিবস পালন করে থাকি। এবছর বিজয় দিবসের আগে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন তার নিজ বাসভবনে ১০ থেকে ১৫জন লোকজন নিয়ে প্রস্তুতি সভা করে। সেখানে আমাদের জানানোর প্রয়োজন মনে করেনি।

আনারুল ইসলাম বাবু আরও বলেন আমরা মুজিব সৈনিক জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রাজনীতি করে আসছি। আমরা বিজয় দিবস পালন করবনা এটা হয়না। তাই জেলা আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে কথা বলে আমরা পৌর আওয়ামী লীগের আয়োজনে বিজয় দিবস পালনের প্রস্তুতি নিয়েছি। তারই ধারাবহিকতায় আমরা মঞ্চ পতাকা উত্তোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। এরই মধ্যে এমপি খোকনের লোকজন এসে আমাদের অনুষ্ঠান বানচাল করার উদ্দেশ্য উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরী করে।

গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা জানান, এর আগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সভায় তাদের ডাকলেও তারা আসেনি। এ কারণে এ বার তাদের ডাকা হয় নি। তবে উদ্ধুব্ধ পরিস্থিতি

সাংসদ সাহিদুজ্জামান খোকন ও জেলা আওয়ামীলীড়ের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকের সাথে কথা বলে এর সমাধান করা হবে।

জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক বলেন, উপজেলা আওয়ামীলীগ ঘরের মধ্যে প্রস্তুতি সভা করেছে কিন্তু কাউকে ডাকেনি। যেটা রাজনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভুত। বিজয় দিবসের মত একটি অনুষ্ঠান অবশ্যাই পালন হবে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ, সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল

যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা শেখ ফজলুল হক মনির ছেলে শেখ ফজলে শামস পরশ সংগঠনটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মাইনুল হোসেন খান নিখিল। আগামী তিন বছর তারা সংগঠনটির দায়িত্ব পালন করবেন।

শনিবার রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যুবলীগের ৭ম কংগ্রেস শেষে দ্বিতীয় অধিবেশনে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশনে তাদের নাম ঘোষণা করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

পরশ যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মনির বড় ছেলে। এছাড়া নিখিল ঢাকা মহানগর উত্তর যুবলীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ঢাকা মহানগর উত্তর যুবলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন নিখিল।

তৃণমূল থেকে উঠে আসা এ যুবনেতা বৃহত্তর লালবাগ থানা ছাত্রলীগের সক্রিয় সদস্য হিসেবে রাজনীতিতে জড়ান। পরে মিরপুরে ওয়ার্ড যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক থেকে মহানগর ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দেন। ধার্মিক ও পরোপকারী ব্যক্তি হিসেবে তার ক্লিন ইমেজ রয়েছে।

কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ত্রি -বার্ষিক সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ত্রি -বার্ষিক সম্মেলন গতকাল বুধবার বিকাল ৩ ঘটিকার সময় কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদ চত্তরে অনুষ্ঠিত হয়।
কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল হোসেন মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ০১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার সেলুন।
বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সহ- সভাপতি ০২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগর টগর।
বিশেষ অতিথি হিসাবে আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ -সভাপতি রহমতুল্লাহ , জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু , অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সিরাজুল আলম ঝন্টু , প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাবেক জেলা পরিষদ প্রশাসক মাহফুজ্র রহমান মঞ্জু।
এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু , দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান , দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাংগঠনিক সিরাজুল ইসলাম , যুগ্ম সম্পাদক পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউপি চেয়ারম্যান এস এম জাকারিয়া আলম , গোলাম ফারিক আরিফ। কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ ডা . ফজলুল হক, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন বিপু , সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান রিপন , কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজ কচি , যুগ্ম সম্পাদক শরীফ রতন , কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হোসেন , কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মেহেদী হাসান মিলন , জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ -সভাপতি রুবাইত বিন আজাদ সুস্থির , কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক সমিতির সাধারণ

সম্পাদক সাজেদুল বিশ্বাস মিঠু, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি রমজান, সাধারণ সম্পাদক ফারুক, সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুজ্জামান রানা, সহ-সভাপতি তুহিন, সাধারণ সম্পাদক সানাউল কবির শিরিন, ফরহাদ হোসেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওসমান গনি।
পরে সভায় সর্বসম্মতি ক্রমে দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হাবিবুল্লাহ বাহারকে সভাপতি ও কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক সরোয়ার হোসেন কে সাধারণ সম্পাদক করে নাম ঘোষণা করা হয়।

-কার্পাসডাঙ্গা প্রতিনিধি

মেহেরপুরে মৃদুলের নেতৃত্বে যুবলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুলের নেতৃত্বে যুবলীগের ৪৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষীকি পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয় থেকে একটি আনন্দ র্যালী বের করা হয়।

র্যালীটি মেহেরপুর শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে এস শেষ হয়। পরে সেখানে কেক কেঁটে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চান্দু, শহর যুবলীগের সভাপতি শেখ কামাল, সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম, জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন, জেলা যুবলীগর সাবেক সহ সভাপতি শামীম, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি বারিকুল ইসলাম লিজন, সহ সভাপতি একে আজাদ সাগর, যুবলীগ নেতা কামাল হোসেন জুয়েল সহ যুবলীগের নেতা কর্মিরা।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

গাংনীতে যুবলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে এমপি সাহিদুজ্জামানের ব্যাপক সমালোচনা

মেহেরপুরের গাংনীতে আওয়ামী যুবলীগের ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।
সোমবার বিকেলে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ গাংনী উপজেলা শাখা আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন সাবেক এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ মকবুল হোসেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।
উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোঃ মোশাররফ হোসেন এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাজী মোঃ শফি কামাল পলাশ এর সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীন,আওয়ামী লীগ নেতা শহিদুল ইসলাম শাহ, মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি পাঠাগারের সভাপতি ইয়াছিন রেজা,সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হাবিবুর রহমান, সাবেক পৌর মেয়র আহম্মেদ আলি,মটমুড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল হাশেম, সাবেক ছাত্র নেতা ইসমাইল হোসেন, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব হোসেন, পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইমরান হাবিব, ছাত্রলীগ নেতা আসিফ ইকবাল অনিক প্রমুখ।
আলোচনা সভায় বক্তারা বর্তমান এমপি সাহিদুজ্জামান খোকনের কর্মকান্ড নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা করে বলেন, কয়দিন হলো সংসদ সদস্য হয়ে তিনি আলাদিনের চেরাগ হাতে পেয়েছেন। নির্বাচিত হওয়ার আগেও তিনি বিভিন্ন নেতাদের কাছে হাত পেতে টাকা নিয়েছেন। আর তিনি গাংনীর আওয়ামী লীগকে যারা সু-সংগঠিত করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে

তিনি কথা বলেন।
“সাবেক এমপি মকবুল হোসেন কে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে নিয়ে আসা হয়েছে” এমপি সাহিদুজ্জামান খোকনের এমন বক্তব্যকে প্রতিবাদ জানিয়ে যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশ বলেন, সাবেক এমপি মকবুল হোসেন ৭৩ সালে আলমডাঙ্গা কলেজ ছাত্রলীগের জি এস ছিলেন ও তার পরিবারের ৭জন সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। আর এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন রাজাকারের ছেলে হয়ে কিভাবে বলে সাবেক এমপি মকবুল হোসেন আওয়ামী লীগ করেনি।
বক্তারা বর্তমান এমপির সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন এমপি সাহিদুজ্জামান বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এমপিও ভুক্ত ও শিক্ষক নিয়োগ সহ বিভিন্ন নিয়োগের নামে জনগনের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়েছেন বলে ফিরিস্তি তুলে ধরেন।
আলোচনা সভায় বক্তারা হুশিয়ারী উচ্চারণ করে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকনকে বলেন রাজনীতির মাঠে গঠনমুলোক সমালোচনা করবেন। আওয়ামী লীগের কোন নেতাকে ভয় ভিতি দেখিয়ে লাভ হবেনা। রাজনীতি করতে এসে আপনার সাথে আওয়ামী লীগের পরিচয় জানতে হবেনা। এলাকার জনগন জানে কে কবে থেকে আওয়ামী লীগ করে।
এসময় জেলা আওয়ামী লীগের কৃষি বিষয়ক সম্পাদক ফজলুল হক,পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলু, সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, সাবেক এমপি মকবুল হোসেন এর একান্ত সহকারি ও জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি সাহিদুজ্জামান শিপু, আওয়ামী লীগ নেতা মেহেদি হাসান, যুবলীগ নেতা আনোয়ার পাশা,রবিউল ইসলাম সহ বিভিন্ন ইউনিটে সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সহ নেতা কর্মীরা উপস্থিৎ ছিলেন। অনুষ্ঠান শুরুর আগে জাতীয় ও যুবলীগের দলীয় পতাকা উত্তোলন শান্তির প্রতীক সাদা পায়রা উড়িয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন সাবেক এমপি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন।
অনুষ্ঠান শেষে কেক কেটে নেতা কর্মীরা একে অপরের মুখে তা তুলে দেন।

গাংনী প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গায় জেলহত্যা দিবস পালিত

জেলহত্যা দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন, চার নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান প্রভৃতি কর্মসূচি পালিত হয়েছে। রবিবার সকালে চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগ এসব কর্মসূচীর আয়োজন করে।

সকাল সাতটায় দলীয় কার্যালয়ের সমনে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন চুয়াডাঙ্গা-০১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন ও সহ-সভাপতি নাসির উদ্দিন আহমেদ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি আওয়ামী লীগ নেতা খুস্তার জামিল, জহুরুল ইসলাম, আলাউদ্দিন হেলা, পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট বেলাল হোসেন, আরেফিন আলম রঞ্জু, আব্দুর রশিদ, আব্দুল কাদের প্রমুখ।

-চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

হাইব্রিড আওয়ামী লীগারদের দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়া হবে

মেহেরপুরের গাংনী-২ আসনের এমপি ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকনকে গণ সংবর্ধণা দিয়েছে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগ।

‘এশিয়ান পার্লামেন্ট গ্রান্ট এসাম্বেলি অব তুরস্ক’ এ বক্তব্য শেষে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে এমপি সাদিুজ্জামান খোকনকে বৃহস্পতিবার বিকেলে এ সংবর্ধণা দেওয়া হয়। গাংনী বাজার শহীদ রেজাউল চত্বরের গণসংবর্ধণায় তিনি বিশ্বের মুসলমানদের নিপিড়নের বিরুদ্ধে তুরস্কের পার্লামেন্টে বক্তব্য

দেন।

তিনি বলেন শুধু বিশ্বের মুসলমানদের নির্যাতনের বিরুদ্ধেই নয় আমি আমাদের বাংলাদেশের রহিঙ্গা ইস্যু নিয়েও সেখানে কথা বলেছি।

উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন তার বক্তব্যে আরও বলেন আগামী উপজেলা কাউন্সিলকে কেউ যাতে বানচাল না করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

তিনি উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেককে উদ্দেশ্যে করে বলেন, আপনি আওয়ামী লীগ করেন অথচ যারা গত সংসদ নির্বাচনে বিএনপি নেতা মিল্টনের কাছ থেকে টাকা খেয়ে নৌকার বিরুদ্ধে ভোট করেছে আপনি তাদের সাথে হাত মিলিয়েছেন।

তিনি আরো বলেন আপনি শেখ হাসিনার লোক শেখ হাসিনাও আপনাকে ভালবাসে। সে ভালবাসা বেশি দিন টিকেনা ভালবাসা কখনো টক হয়ে যায়। আপনি তাদের কাছ থেকে সরে আসেন।

মকবুল হোসেনকে (সাবেক এমপি) কি চোখে নেত্রী দেখে আপনি আব্দুল খালেক কি জানেন না? এমপি সাহিদুজ্জামান বলেন শেখ হাসিনা কোনদিন মকবুল হোসেনকে গ্রহন করেনি কোনদিন গ্রহন করবেনা করবেনা করবেনা। তাহলে কি গাংনীর আওয়ামী লীগ নষ্ট হয়ে যাবে?

তিনি কাউন্সিল প্রসঙ্গে বলেন, আমরা নতুন করে কাউন্সিল করতে চাই। তারা এক সপ্তাহ ধরে কাউন্সিল বন্ধ করার জন্য ঢাকায় নেতাদের বাড়ি বাড়ি গেছে।

তিনি ব্যানার টাঙ্গানো প্রসঙ্গে বলেন, যদি কোন বান্দর এ ধরণের ব্যানার টাঙ্গায় আপানাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল আপনাদের যার যা আছে তাই নিয়ে গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত তাদের মোকাবেলা করবেন।

আমি আর ছাড় দিয়ে রাজনীতি করতে চাইনা।
এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন নেতাদের কাউন্সিলে আগাম দাওয়াত দিয়ে বলেন, ”আপনারা কাউন্সিলে আসবেন হাতে ছোট ছোট লাঠি নিয়ে।

যদি কেউ আওয়ামী লীগ বিরোধী কথা বলে যদি কেউ অন্যায় দাবি করে তার জন্য উচিৎ জবাব দেওয়াতে হবে তার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়ে চিরতরে আওয়ামী লীগ থেকে এই হাইব্রিড আওয়ামী লীগ বিদায় করতে হবে।”

তিনি সাবেক এমপি মকবুল হোসেনকে উদ্দেশ্যে করে বলেন,“ হাইব্রিড কিডাগো কালকে আইলি ৯০ সালে দলে আর তুমি অন্যকে বল হাইব্রিড সাথে আছে তোমার ডান হাতে বসা রাজাকারের ছেলে বাম হাতে বসা তোমার রাজাকারের ছেলে আর তুমি আমার বিরুদ্ধে কথা বল, লজ্জা করেনা শয়তানের দল।”

তিনি হুশিয়ার করে বলেন আর কোনদিন ছেড়ে দেওয়া হবেনা।
যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দপ্তরী নিয়োগে জনগনের টাকা নিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে ।

তিনি বলেন, আমার কোন লোভ লালসা নেই আমি ৩৫ বছর রাজনীতি করেছি অথচ এখনও ভাড়া বাড়িতে থাকি অথচ গাংনীর কোন কোন নেতা আগুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে । আজ আবার তারাই আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করছে ।

গণ সংবর্ধনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মখলেচুর রহমান মুকুল, উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হুদা পঁচু বিশ্বাস, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনি মাষ্টার, বামন্দী ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম, জেলা পরিষদ সদস্য মজিরুল ইসলাম, কাথুলি ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা সহ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মী।
এ সময় উপজেলার সকল স্তরের নেতা কর্মী, মুক্তিযোদ্ধা ও স্থানীয় জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী প্রতিনিধি